নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৭০৫/২০১৮

মোঃ হারুনুর রশিদ

----আসামী-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

----প্রতিবাদী।

এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত

----আসামী-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আসিফ হাসান

----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে।

এ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

----রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১১.০৬.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ১৬/২০১২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ৩০.০৫.২০১৩ তারিখের প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত। অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আসিফ হাসান, দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র আপীল দরখাস্ত এবং নথি পর্যালোচনা করা হলো। দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আসিফ হাসান এর বিস্তারিত যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং-১৬/২০১২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ৩০.০৫.২০১৩ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ

"প্রসিকিউশন পক্ষের মামলার ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে, চট্ট গ্রাম ডক শ্রমিক পরিচালনা বোর্ডের প্রাক্তন রোলাইয়া শ্রমিক আসামী আবুল

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কাশেম, বুকিং নং-২২৭ বার্ধক্যজনিত কারণে কাজ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলে আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে তাহার ভাতিজা আসামী হারুনুর রশিদকে নিজের ছেলে হিসাবে ওয়ারিশ সূত্রে পিতার বিনিময়ে পুত্রকে নিয়োগ করার জন্য ডক শ্রমিক পরিচালনা বোর্ডের নিকট আবেদন করে। তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে বিধি মোতাবেক ডক শ্রমিক পরিচালনা বোর্ড পুলিশ ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে ওয়ারিশ সূত্রে আবুল কাশেম এর পরিবর্তে হারুনুর রশিদকে নিয়োগ প্রদান করে। হারুনুর রশিদকে আবুল কাশেমের ছেলে হিসাবে প্রত্যায়ন দিয়াছেন স্থানীয় চেয়ারম্যান আসামী রুহুল আমিন মোল্লা ও স্থানীয়ভাবে তদন্ত করিয়া পুলিশ ভেরিফিকেশন দাখিল করিয়াছেন তৎকালীন নাংগল কোর্ট থানার এ,এস,আই সুজিত কুমার সেনাপতি। কিন্তু ১২ বৎসর পর আসামী আবুল কাশেম ডক শ্রমিক পরিচালনা বোর্ডের নিকট আবেদন করেন যে, আসামী হারুনুর রশিদ তাহার ছেলে নয় এবং আসামী হারুনুর রশিদ নিজেও স্বীকার করেন যে, আসামী আবুল কাশেম তাহার পিতা নয়। মিথ্যা তথ্য দিয়ে আসামী আবুল কাশেম হারুনুর রশিদকে পিতার পরিবর্তে শ্রমিক হিসাবে নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উক্ত প্রকারে আবুল কাশেম ও হারুনুর রশিদ পরস্পর যোগসাজসে নিজেদেরকে মিথ্যাভাবে পিতা-পুত্র পরিচয় প্রদান করে জাল জালিয়াতির মাধ্যমে ডক শ্রমিক পরিচালনা বোর্ডে ওয়ারিশ হিসাবে চাকুরী গ্রহণ করে এবং আসামী রুহুল আমিন মোল্লা স্থানীয় চেয়ারম্যান হিসাবে হারুনুর রশিদের নামে ভূয়া জাতীয়তা সনদপত্র প্রদান করে উক্ত অবৈধ কর্মকান্ডে সহযোগীতা করে। উক্তরূপ অভিযোগের প্রেক্ষিতে ই, আর নং-১২/২০০০ মূলে তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক ক্যাঃ মুহঃ নুরুল হক প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু করেন। অনুসন্ধানকালে তিনি সাক্ষীদের জবানবন্দি রেকর্ড করেন। আলামত জব্দ করেন এবং প্রতিবেদনন দাখিল করেন। অতঃপর তৎকালীন পরিদর্শক মোঃ ফরিদ আহমেদ পাটোয়ারীর উপর অনুসন্ধান ভার অর্পিত হইলে তিনি পূর্ববর্তী তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক জব্দকৃত রেকর্ডপত্র, সাক্ষী ও আসামীদের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদন পর্যালোচনায় অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় নিজে বাদী হইয়া বন্দর থানায় এজাহার দায়ের করেন। *বাদীর লিখিত এজাহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাপ্ত হইয়া এজাহারের কলাম পুরন পূর্বক বন্দর থানার মামলা নং-৩৭, তারিখ ২৮.০৫.০২ ইং রুজু করেন এবং মামলার তদন্তভার তৎকালীন ডিএবিতে প্রেরিত হইলে তৎকালীন পরিদর্শক মোঃ ফরিদ আহমেদ পাটোয়ারীর নিকট*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অর্পিত হয়। তিনি তদন্তভার প্রাপ্ত হইয়া সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ সহ জবানবন্দি রেকর্ড করেন, জব্দ তালিকা মূলে রেকর্ডপত্র জব্দ করেন। অতঃপর তিনি বদলী হওয়ায় মামলার তদন্তভার তৎকালীন পরিদর্শক অজয় কুমার সাহার উপর অর্পিত হয়। তিনি তদন্তভার গ্রহণ করিয়া আংশিক তদন্ত করার পর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ তদন্ত ভার তৎকালীন পরিদর্শক নুরুল হুদার উপর অর্পিত হয়। তিনি তদন্তকালে আসামী ও সাক্ষীদের জবানবন্দি রেকর্ড করেন, জব্দ তালিকা মূলে রেকর্ডপত্র জব্দ করেন। সাক্ষীদের জবানবন্দি সহ জব্দকৃত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় মামলার ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাক্ষ্যের স্মারকলিপি দাখিল করেন। অতঃপর তিনি বদলী হওয়ায় সহকারী পরিচালক মোঃ শফিউল আলম কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী প্রাপ্ত হইয়া আসামী ১। মোঃ হারুনুর রশিদ, ২) মোঃ আবুল কাসেম, ৩) রুহুল আমিন মোল্লার বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/১০৯ ও তৎসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগপত্র দায়ের করে এবং আসামী ৪) সুজিত কুমার সেনাগতিকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি প্রদানের প্রার্থনা করে। মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হইলে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক মামলার নথি মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ, চট্টগ্রাম আদালতে প্রেরিত হইলে বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ আসামী ১) মোঃ হারুনুর রশিদ, ২) মোঃ আবুল কাশেম, ৩) রুহুল আমিন মোল্লার বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/১০৯ ও তৎসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগপত্র আমলে নেন এবং আসামী সুজিত কুমার সেনাগতিকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন। অতঃপর মামলা বিচার নিস্পত্তির নিমিত্তে এই আদালতে প্রেরণ করেন। মামলাটি অত্র আদালতে আসার পর আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪১৭/৪১১/৪২০/৪৬৫/৪৭১/১০৯ ও তৎসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। আসামীগণ পলাতক থাকায় গঠিত অভিযোগ তাহাদেরকে পাঠ করিয়া শুনানো সম্ভব হয় নাই। মামলার শুনানী শুরু হইলে প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমানার্থে মোট ০৭ জনকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করে। আসামীগণ পলাতক থাকায় আসামীপক্ষ থেকে এই সাক্ষীগনকে রো করা হয় নাই। প্রসিকিউশনপক্ষের সাক্ষীগনের সাক্ষ্য সমাপ্তির আসামীগনকে

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করার জন্য লওয়া হয়। কিন্তু আসামীগন পলাতক থাকায় তাহাদেরকে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। *বিচার্য বিষয়ঃ* *১। আসামীগন দন্ডবিধির ৪১৭/৪১৯/৪২০/৪৬৫/৪৭১/১০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অপরাধ করিয়াছে কিনা?* *২। প্রসিকিউশশন পক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে সক্ষম হইয়াছে কিনা?* *আলোচনা ও সিদ্ধান্ত* *আলোচনার সুবিধার্থে বিবেচ্য বিষয় ২টি একত্রে লওয়া হইল। প্রথমে সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ১নং সাক্ষী মোঃ ফরিদ আহমেদ পাটোয়ারী, সহকারী পরিচালক, দুদক, সজেকা, বগুড়া তাহার জবানবন্দীতে বলেন, তিনি বিগত ২০০১ সালে তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরো, আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রামে পরিদর্শক পদে কর্মরত ছিলেন। আঞ্চলিক অফিসের ই,আর নং ১২/২০০০ এর অনুসন্ধান ভার ২৭.০৬.২০০১ ইং তারিখে তাহার উপর হাওলা হয়। বিগত ০৮.০৭.২০০১ ইং তারিখে নথি বুঝিয়া পান। তাহার পূর্ববর্তী অনুসন্ধান কারী কর্মকর্তা কর্তৃক জব্দকৃত রেকর্ডপত্র সাক্ষী ও আসামীদের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেন। ডিএসসিএর স্মারক নং-১১৫৩ তারিখ ২৮.০৫.০২ ইং মূলে তাহাকে মামলার রুজুর নির্দেশ দেয়া হয়। সেই স্মারক পত্র প্রদঃ ১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। তিনি উক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে বিগত ২৮.০৫.০২ ইং তারিখে এই মামলা করেন। এই আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল চট্টগ্রাম ডক শ্রমিক আবুল কাশেম কর্তৃক হারুন অর রশিদকে ভুয়া পুত্র সাজিয়ে লাংগল কোর্ট থানার এসআই, জনাব সুজিত কুমার ও ৩ নং রায়পুর ইউপি চেয়ারম্যান রুহুল আমিন মোল্লার সহযোগীতায় হারুন অর রশিদকে চট্টগ্রাম বন্দরে ডক পরিচালনা বোর্ডের শ্রমিক হিসাবে নিয়োগের ব্যবস্থা করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছে। আসামীদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হওয়ায় তিনি এই মামলা করেন। তাহার দায়েরী এজাহার প্রদঃ-২ এবং সেখানে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ২/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রসিকিউশন পক্ষের ২ নং সাক্ষী ক্যাঃ মুহঃ নুরুল হক (অবঃ) তাহার জবানবন্দীতে বলেন, তিনি ১৯৯৭ থেকে ২০০০ ইং পর্যন্ত আঞ্চলিক হিসাবে পরিদর্শক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত সময়ে ই, আর-১২/২০০০ অনুসন্ধানের জন্য তাহার নিকট*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হাওলা করে। সেই ই, আর, ১২/২০০০ প্রদঃ ৩ হিসাবে চিহ্নিত হয়। স্মারক পত্র নং-৯২, তারিখ ২২.০৫.২০০০ মূলে তাহাকে হাওলা করে। উক্ত স্মারক প্র প্রদঃ-৪ হিসাবে চিহ্নিত হয়। তিনি অনুসন্ধানকালে দেখিতে পান আবুল কাশেম ডক শ্রমিক পরিচালনা বোর্ডের অধীনে রোলাইয়া শ্রমিক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি অসুস্থ ও বয়স্ক হওয়ার কারনে তাহার ভাগিনা হারুন অর রশিদ, পিতা বাচা মিয়াকে নিজ সন্তান দেখাইয়া চাকুরী দেন এবং তাহার নিকট থেকে মাসিক ভাতা নিয়ে থাকতো। পরবর্তীতে হারুন অর রশিদ মাসিক ভাতা দেয়া বন্ধ করিয়া দিলে আবুল কাশেম আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন এই মর্মে যে, হারুন অর রশিদ তাহার সন্তান হয়। তিনি অভিযোগ অনুসন্ধান পূর্বক অনুসন্ধানের সত্যতা পান। তিনি অনুসন্ধানকালে সাক্ষীদের জবানবন্দী রেকর্ড করেন এবং হারুন অর রশিদ এর ব্যক্তিগত নথি জব্দ করেন বিগত ০৬.০৬.২০০০ ইং তারিখে। উক্ত জব্দ তালিকা প্রদঃ ৫ এবং সেখানে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৫/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। জব্দকৃত কাগজপত্র ডক শ্রমিক পরিচালনা বোর্ডের সহকারী পার্সোনাল ম্যানেজারের (বেলায়েত হোসেন) জিম্মায় প্রদান করে। পরবর্তীতে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করেন। সেই অনুসন্ধান প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করেন। *প্রসিকিউশসন পক্ষের ৩ নং সাক্ষী মোঃ আবদুল কাইয়ুম, ট্রাফিক অফিসার চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ তাহার জবানবন্দিতে বলেন তিনি বিলুপ্ত ডক শ্রমিক পরিচালনা বোর্ডের সহকারী পার্সোনাল ম্যানেজার বুকিং হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন। তাহার দায়িত্ব ছিল শ্রমিকদের রোটেশনে বুকিং প্রদান ও জেটি অপারেশনের কার্যক্রম তদারকি করা। তাহার উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ তাহাকে লিখিত আদেশ দিয়া জানায় যে, আবুল কাশেম এর জায়গায় তাহার ওয়ারিশ পুত্র হারুন অর রশিদকে ডক শ্রমিক হিসাবে বুকিং দেওয়ার জন্য। তৎ প্রেক্ষিতে হারুন অর রশিদকে বুকিং দেওয়া হয়। পরবর্তীতে হারুন অর রশিদ ডক শ্রমিক আবুল কাশেমের পুত্র না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে হারুন অর রশিদের বুকিং বন্দ করিয়া দেওয়া হয়।* *প্রসিকিউশনপক্ষের ৪নং সাক্ষী মোঃ বেলায়েত হোসেন মোক্তাদীর, টার্মিনাল অফিসার, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ তাহার জবানবন্দীতে বলেন, বিগত ০৬.০৬.২০০০ ইং তারিখে ডক শ্রমিক পরিচালনা বোর্ড চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। উক্ত তারিখে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক ০৪/২/৮৯(০৪/ক/৭৫) নং নথি জব্দ করিয়া তাহার জিম্মায় দেয়। সেই জিম্মানামা প্রদঃ ৬ এবং সেখানে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৬/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। বিগত ২০০৮ সালে জরুরী আইনের সময় শ্রমিক পরিচালনা বোর্ড*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিলুপ্ত ঘোষনা করে সমস্ত কাগজাদি (জিম্মায় নেয়া নথি সহ) সেনাবাহিনী নিয়া যায়। তিনি তৎপূর্বে উক্ত নথির ফটোকপি সত্যায়িত করে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ফলে মুল নথি দাখিল করিতে পারছেন না। তিনি জিম্মায় নেওয়া নথির ফটোকপি (সত্যায়িত) দাখিল করেন। যাহা প্রদঃ ৭ হিসাবে চিহ্নিত হয়। *প্রসিকিউশপক্ষের ৫ নং সাক্ষী অজয় কুমার সাহা, সহকারী পরিচালক, দুদক, সজেকা, ঢাকা-১ তাহার জবানবন্দিতে বলেন, ২০০২ ইং থেকে ২০০৪ ইং সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরোর আঞ্চলিক কার্যালয়ে পরিদর্শক পদে কর্মরত ছিলেন। অত্র মামলার পূর্ববর্তী তদন্তকারী কর্মকর্তা ফরিদ আহমদ পাটোয়ারী বদল হওয়ায় ১২.০৯.২০০২ ইং তারিখে মামলার কেস ডকেট গ্রহন পূর্বক তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেন। তদন্তকালে মামলার আসামী রুহুল আমিন মোল্লা, হারুন-অর- রশিদ ও আবুল কাশেমকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নোটিশ দেন। কিন্তু তাহারা আসেন নাই। পরবর্তীতে আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের নির্দেশে বিগত ২৯.০৪.০৪ ইং পরিদর্শক নুরুল হুদাকে মামলার কেস ডকেট বুঝাইয়া দেন।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ৬ নং সাক্ষী মোঃ নুরুল হুদা, উপ-সহকারী পরিচালক, নোয়াখালী তাহার জবানবন্দীতে বলেন, ২৯.০৪.০৪ ইং তারিখে তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরোর রেলওয়ে পূর্ব, চট্টগ্রাম শাখায় পরিদর্শক পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি এই মামলার তদন্তভার গ্রহর করেন। তিনি তদন্তভার পাইয়া রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করেন। তাহাতে দেখা যায় প্রাক্তন পরিদর্শক জনাব নুরুল হক, এসিই,আর ১২/২০০০ অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধানকালে তিনি রেকর্ডপত্র জব্দ করেন। তিনি আসামীদের জবানবন্দি নেওয়ার জন্য নোটিশ দেন। ১ জন আসামী যদিও হাজি হয় অন্য ৩ জন আসে নাই। তিনি আসামী সুজিতের জবানবন্দী রেকর্ড করেন। তিনি রেকর্ড পত্র পর্যালোচনায় সাক্ষ্যের স্মারক লিপি দাখিল করেন। তৎপর তিনি বদলী হইয়া অন্যত্র চলিয়া যান।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ৭ নং সাক্ষী মোঃ শফিউল আলম, সহকারী পরিচালক, দুদক, সজেকা, চট্টগ্রাম-১ তাহার জবানবন্দীতে বলেন, তিনি ২০১০ সাল থেকে অদ্য পর্যন্ত সহকারী পরিচালক পদে কর্মরত আছেন। তিনি এই মামলার তদন্তভার পাইয়া আসামীদের নাম ঠিকানা যাচাই করেন এবং উহার প্রতিবেদন দাখিল করে। অতঃপর দুদক প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ১১১৪৭ নং স্মারক, তারিখ ০৫.০৬.১১ ইং মূলে আসামী হারুন অর রশিদ, আবুল কাশেম ও রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন সহ*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সুজিত কুমারকে মামলায় দায় থেকে অব্যাহতি দানের অনুমোদন পাইয়া রেকর্ড পত্র পর্যালোচনা পূর্বক চার্জশীট দাখিল করেন। সেই ০৫.০৬.১১ ইং তারিখের ১১১৪৭ নং স্মারক পত্র প্রদঃ ৮ হিসাবে চিহ্নিত হয়। *আসামীগন পলাতক থাকায় আসামী পক্ষ থেকে উক্ত সাক্ষীদেরকে জেরা করা হয় নাই।* *উল্লিখিত সাক্ষী পি, ডব্লিউ-১,২,৩,৪,৫,৬, ও ৭ এর সাক্ষ্যসহ দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনায় প্রথমে দেখিব আসামী আবুল কাশেম চট্ট গ্রাম ডক পরিচালনা বোর্ডের রোলাইয়া শ্রমিক বুকিং নং-২২৭ ও জেটি নং-৫ এ কর্মরত ছিলেন কিনা? দুদক পক্ষের সাক্ষী পি, ডব্লিউ-১ ,২ ও ৩ এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় আসামী আবুল কাশেম রোলাইয়া শ্রমিক বুকিং নং-২২৭, জেটি নং ৫ এ বন্দরে ডক শ্রমিক পরিচালনা বোর্ডে কর্মরত ছিলেন। তাহাছাড়া আসামী আবুল কাশেমের দায়েরকৃত ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে এস আর মামলা (ই, আর ১২/২০০০) থেকে দেখা যায় তিনি তাহার লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করিয়াছেন যে ডক শ্রমিক পরিচালনা বোর্ডের আওতাধীন একজন ডক শ্রমিক হিসাবে ২২৭ নং বুকিং গ্রহনে কর্মরত ছিলেন। অপরদিকে প্রদঃ ৭ অর্থাৎ রোলাইয়া শ্রমিক বুকিং নং-২২৭, রেজিঃ নং ২৯৫৯ এর ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় আসামী আবুল কাশেমকে বিগত ২১.০৬.৮০ ইং তারিখের ১২ বনং সভার ৮নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক রোলাইয়া শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। উল্লেখিত সাক্ষী পি, ডব্লিউ-১, ২ ও ৩ এর সাক্ষ্য সহ প্রদঃ ৩ ও ৭ পর্যালোচনায় ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয় যে, আসামী আবুল কাশেম ডক শ্রমিক পরিচালনা বোর্ডের আওতাধীন রোলাইয়া শ্রমিক বুকিং নং-২২৭ হিসাবে বন্দরে কর্মরত ছিলেন।* *এখন দেখার বিষয় আসামী হারুন-অর-রশিদ অপর আসামী আবুল কাশেমের ঔরষজাত পুত্র কিনা? প্রদঃ ৭ পর্যালোচনায় দেখা যায় আসামী হারুন অর রশিদ অপর আসামী আবুল কাশেমের পুত্র হিসাবে কথিত পিতা আবুল কাশেমের পদে ওয়ারিশ সুত্রে রোলাইয়া শ্রমিক বুকিং নং-২২৭ হিসাবে নিয়োগ লাভ করে কর্মরত থাকে। উক্ত নথি থেকে আরও দেখা যায় এই বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হইলে ডক শ্রমিক পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক তদন্ত হয় এবং তদন্তে আসামী হারুন অর রশিদ জবানবন্দি প্রদান করিয়া স্বীকার করিয়াছে সে আসামী আবুল কাশেমের পুত্র নয়। সে আসামী আবুল কাশেমের ভাইয়ের পুত্র। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় তাহার পিতার নাম বাচা মিয়া। উল্লেখিত আলোচনায় ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, আসামী আবুল কাশেমের পুত্র হারুন অর রশিদ নয়।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এখন দেখার বিষয় আসামী আবুল কাশেম অপর আসামী হারুন-অর-রশিদকে পুত্র সাজাইয়া তাহার পদে নিয়োগ দেওয়ার জন্য ডক শ্রমিক পরিচালনা বোর্ডে আবেদন করিয়াছিল কিনা? প্রদঃ ৭ অর্থাৎ ব্যক্তিগত নথির নোটশীট সমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় এই আসামী আবুল কাশেম তাহার রোলাইয়া শ্রমিক পদে পুত্র হিসাবে হারুন অর রশিদকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য আবেদন করিলে তদানুযায়ী নিয়ম কানুন/পদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক হারুন অর রশিদকে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত হইলে আসামী হারুন অর রশিদ জবানবন্দি প্রদান করিয়া স্বীকার করেন যে, আসামী আবুল কাশেম আর্থিকভাবে লাভবান হইয়া এবং ভবিষ্যতে আর্থিকভাবে লাভবানের আশায় তাহাকে পুত্র সাজাইয়া তাহার পদে নিয়োগ দেওয়ার জন্য আবেদন করে এবং তদনুযায়ী নিয়োগ প্রাপ্ত হয়। উল্লেখিত আলোচনায় ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আসামী আবুল কাশেম আর্থিক লাভবান হইয়া আসামী হারুন অর রশিদকে পুত্র সাজাইয়া তাহার পদে তাহাকে (আসামী হারুন অর রশিদ) নিয়োগ দেওয়ার জন্য আবেদন করিয়াছিল। *এখন দেখার বিষয় আসামী হারুন অর রশিদ আসামী আবুল কাশেমের পুত্র এই মর্মে আসামী আসামী রুহুল আমিন মোল্লা সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ার ম্যান হিসাবে সনদ প্রদান করিয়াছিল কিনা? প্রদঃ ৭ অর্থাৎ ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় বন্দরে ডক শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানের সনদের প্রয়োজন হয়। উক্ত নথি থেকে আরও দেখা যায় আসামী হারুন অর রশিদ অপর আসামী আবুল কাশেমের পুত্র মর্মে এই আসামী রুহুল আমিন সনদ প্রদান করিয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি আসামী হারুন অর রশিদ অপর আসামী আবুল কাশেমের পুত্র নয়। কিন্তু আসামী রুহুল আমিন সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান হিসাবে মিথ্যা /জাল সনদপত্র প্রদান করিয়াছে। উল্লেখিত আলোচনায় ইহা প্রমানিত হইয়াছে যে, আসামী রুহুল আমিনের দেওয়া সনদ মিথ্যা ও জালিয়াতি পূর্ণ।* *উল্লেখিত আলোচনাসহ মোকদ্দমার সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় আমি মনে করি যেহেতু আসামী হারুন অর রশিদ আসামী আবুল কাশেমের পুত্র না হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে পুত্র সাজাইয়া তাহার পদে নিয়োগ দেওয়ার জন্য আবেদন করিয়া চাকুরী প্রদান করে সেহেতু আসামী আবুল কাশেমমে দন্ডবিধির ৪১৭ ধারায় বর্ণিত প্রতারনার অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ ক্রমে শাস্তি আরোপ করা যায়। অপরদিকে আসামী হারুন অর রশিদ আসামী আবুল কাশেমের পুত্র না হইয়াও পুত্র সাজাইয়া চাকুরী গ্রহন করায় তাহাকে*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দন্ডবিধির ৪১৯ ধারায় বর্ণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ করা হইল এবং তিনি উক্ত ধারায় বর্ণিত শাস্তি পাইবে। *আসামী আবুল কাশেম ও হারুন-অর-রশিদ প্রতারনার আশ্রয় নিয়া রোলাইয়া শ্রমিক পদটি কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আদায় করে। কাজেই তাহাদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪২০ ধারার অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। আসামী রুহুল আমিন ইউ,পি, চেয়ারম্যান হিসাবে মিথ্যা/জাল সনদ প্রদান করায় সে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়াছে তাহা প্রমাণিত হওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪৬৫ ধারা সহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। আসামী রুহুল আমিনের দেওয়া সার্টিফিকেটটি জাল তাহা আসামী হারুন-অর-রশিদ জানা সত্ত্বেও তিনি উহা সঠিক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। কাজেই, আসামী হারুন-অর-রশিদ দন্ডবিধির ৪৭১ ধারায় শাস্তি পাইতে পারে।* ***অতএব,*** ***আদেশ হইলে যে,*** *এই মামলার পলাতক আসামী ১) আবুল কাশেমের এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪১৭/৪২০ ধারার, আসামী ২) মোঃ হারুনুর রশিদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪১৯/৪২০/৪৭১ ধারার এবং আসামী ৩) রুহুল আমিন মোল্লার বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪৬৫ ও তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাহাদেরকে উপরোক্ত ধারা সমূহে দোষী সাব্যস্ত করিয়া আসামী ১) আবুল কাশেমকে দন্ডবিধির ৪১৭ ধারায় ০১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডসহ ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হইল। অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল এবং দন্ডবিধির ৪২০ ধারায় ০২ (দুই) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড সহ ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হইল। অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল। দন্ডাদেশ সমূহ একই সাথে চলিবে।* *আসামী ২) মোঃ হারুনুর রশিদকে দন্ডবিধির ৪১৯ ধারায় ০২ (দুই) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হইল। অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল, দন্ডবিধির ৪২০ ধারায় ০২ (দুই) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সহ ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হইল। অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল এবং দন্ডবিধির ৪৭১ ধারায় ০২ (দুই) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হইল। অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল। দন্ডাদেশ সমূহ একই সাথে চলিবে। *আসামী ৩) মোঃ রুহুল আমিন মোল্লাকে দন্ডবিধির ৪৬৫ ধারায় ০২ (দুই) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হইল। অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় ০২ (দুই) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হইল। অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল। দন্ডাদেশ সমূহ একই সাথে চলিবে।* *পলাতক আসামীগন পুলিশ কর্তৃক ধৃত হওয়ার বা স্বেচ্ছায় আদালতে আত্মসমর্পন এর তারিখ থেকে প্রদত্ত দন্ডসমূহ কার্যকর হইবে।* *অনুরূপভাবে দন্ড পরোয়ানা ইস্যু করা হোক।* *অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে রায়ের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ সুপার বরাবরে প্রেরণ করা হউক।* *আমার জবানীতে টাইপকৃত ও শুদ্ধকৃত।* *স্বাক্ষর/-অস্পষ্ট* *স্বাক্ষর/-অস্পষ্ট* *তাং-৩০.০৫.২০১৩ইং* *তাং-৩০.০৫.২০১৩ইং* *(মোঃ আতাউর রহমান)* *(মোঃ আতাউর রহমান)* *বিভাগীয় বিশেষ জজ,* *বিভাগীয় বিশেষ জজ,* *চট্টগ্রাম।* *চট্টগ্রাম।* প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আপীল আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ আপীল আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র আপীলটি না-মঞ্জুরযোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি নামঞ্জুর করা হল। বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মামলা নং-১৬/২০১২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ৩০.০৫.২০১৩ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-আপীলকারীকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আসামীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)